হজ্জ প্রসংগে ওআইসি'র সিদ্ধান্ত
এবং
সউদী আরবের নীতি

بسم الله الرحمن الرحيم

হজ্জ প্রসংগে ওআইসি'র সিদ্ধান্ত এবং সউদী আরবের নীতি

"মানুষের মধ্যে তুমি হজ্জের কথা ঘোষণা করে দাও। তাহলে দেখবে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তারা তোমার নিকট চলে আসছে। যেন তারা এখানে এসে তাদের কল্যাণের স্থানসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারে।"(সূরা হজ্জ, আয়াত ২৭)। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সম্মানিত হাজীগণ আল্লাহর পবিত্র গৃহ কা'বার মেহমান আর সউদী সরকার ও জনগণ এ গৃহের খাদেম। তাই সউদী আরব হজ্জ উপলক্ষে প্রতিবছর পবিত্র ভূমিতে আগত মুসলমানদের জন্য তার হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করে দেয় এবং আরাম-আয়েশে ও সুখে-শান্তিতে হজ্জের ইবাদতসমূহ প্রতিপালনে সাধ্যানুযায়ী তাঁদের সহায়তা করাকে আপন কর্তব্য বলে মনে করে থাকে। এজন্য সউদী আরব কারো নিকট কোন মূল্য এমনকি কৃতজ্ঞতাও দাবী করেনা। বরং সে মনে করে মেযবানের উপর এটি মেহমানের হক। সম্মানিত হাজীদের প্রতি এ মনোভাব শুধুমাত্র সউদী আরব সরকারেরই নয় বরং প্রতিটি সউদী নাগরিকও তাঁদের প্রতি এই একই দৃষ্টিভংগী পোষণ করেন।

সউদী আরব সরকার ও জনগণ সকল শক্তি, সম্পদ ও সদিচ্ছা দিয়ে হারামাইন শরীফাইনসহ ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের খিদমত করাকে নিজেদের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে থাকেন। এ বিশ্বাসেরই বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় পবিত্র স্থানসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন এবং বর্তমানে নির্মাণাধীন বিপুল অর্থব্যয় সাপেক্ষ বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সউদী আরবে আগত আল্লাহর মেহমান তথা হজ্জযাত্রীদের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জন্য বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর পান্থনিবাস ও হাসপাতাল স্থাপন; বিরাট বিরাট সড়ক, সেতু ও সুড়ংগপথ নির্মাণ এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও সেবামূলক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন। সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন ও ব্যয়বহুল এসব সেবামূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গৌরবদীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারাম ও মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ প্রকল্পদ্বয়ে। একাধিক পর্যায় ও শাখায় বিভক্ত প্রকল্প দু'টিতে ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। ধারণাতীত ও সীমাহীন এ ব্যয়ের ধারা এখনো চলছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আযীয কর্তৃক গৃহীত বর্তমানে নির্মাণাধীন হারামাইন শরীফাইনের এযাবৎকালের বৃহত্তম সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্বিঘ্ন ও সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের স্থান মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় যে কতিপয় সাময়িক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থাটির কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

দেশ ও মুসলিম জনসংখ্যা ভিত্তিক হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে জর্দানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় সউদী আরব তা মেনে চলতে অংগীকারাবদ্ধ। ওআইসি'র সিদ্ধান্তে প্রতিবছর প্রতিটি মুসলিম দেশের প্রতি দশ লক্ষ নাগরিকের মধ্য থেকে এক হাজার লোককে হজ্জ সম্পাদনের জন্য সউদী আরব প্রেরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইসলামী দেশগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে (একমাত্র ইরান ছাড়া) গৃহীত এ সিদ্ধান্তটি সউদী আরব এ-পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সংগে বাস্তবায়িত করে এসেছে এবং এবারও তার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সউদী আরব এক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা কারো উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। মুসলিম দেশগুলো তাদের সর্বোচ্চ ফোরামে বসে কতিপয় বাস্তব পরিস্থিতির কারণে নিজেরাই এ ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছে এবং একটি মাত্র দেশ ছাড়া আর সকলেই তা স্বেচ্ছায় মেনে চলেছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাশীল থাকার ফলেই এতোসব সত্ত্বেও সউদী আরব সরকার বিগত বছর গুলোর মতো এবারও মক্কা-মদীনায় ইরানী হজ্জযাত্রীদের সানন্দে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর প্রস্তুতির কথা ইরান সরকারকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন ।

www.pathagar.com

হজ্জযাত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে মুসলিম দেশসমূহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও তা লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে ইরান সরকার যতই বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে যাননা কেন এবং এ-নিয়ে সউদী আরবের উপর যতই অন্যায় জেদ পোষণ ও চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন না কেন, সউদী আরব তাঁদের এসব অবাঞ্ছিত আবদারকে প্রশ্রয় না দিতে বদ্ধপরিকর। গত কয়েক বছর যাবত যখনই হজ্জ মওসুম নিকটবর্তী হয়েছে তখনই তেহরান সরকার নানা মিথ্যা অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে সউদী আরবের উপর তাঁদের সীমা লঙ্ঘনকারী বিভিন্ন দাবী চাপিয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ইরানী শাসকদের একগুঁয়েমি ও চাপের নিকট সউদী আরব কোন অবস্থায়ই নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। কারণ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইরানের অবৈধ হস্তক্ষেপকে মেনে নেয়া হবে সউদী সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং ওআইসি'র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সউদী আরবের শৈথিল্য প্রদর্শনেরই নামান্তর। তাই, সউদী আরব নিজের এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মর্যাদা হানিকর এ-কাজটি কখনো করতে পারেনা।

প্রসংগত ঃ উল্লেখযোগ্য যে, দেশ ও জনসংখ্যা ভিত্তিক হজ্জ যাত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণ প্রকৃত পক্ষে সউদী আরবের কোন একক সিদ্ধান্ত নয় অথবা এটি কোন স্থায়ী ব্যবস্থাও নয়। ইহা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে গৃহীত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং সম্পূর্ণ অস্থায়ী ব্যবস্থা। বিগত বছরগুলোতে হজ্জ মওসুমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ হজ্জযাত্রীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, হারামাইন শরীফাইন সহ হজ্জের পবিত্র স্থানসমূহে তাঁদের স্থান সংকুলান এবং থাকা-খাওয়া ও চলাচল সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সউদী আরব সরকার শত সহস্র কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য যে বিরাট প্রকল্প হাতে নিয়েছেন; তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক সাময়িকভাবে হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি গৃহীত হয়েছে। এ সম্প্রসারণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ হলে হারামাইন শরীফাইন, আরাফা, মিনা ও মুযদালিফায় আরো অধিক সংখ্যক হাজীর স্থান সংকুলান হবে। হাজীদের থাকা-খাওয়া, বিশ্রাম-নিদ্রা, চলাচল ও চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ সার্বিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, ওআইসি'র গৃহীত ব্যবস্থায় সউদী আরবের নিজস্ব কোন স্বার্থ বা

www.pathagar.com

কল্যাণ নিহিত নেই, বরং স্বার্থ ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে গোটা ইসলামী উম্মাহর অনাগত সকল হাজী, যিয়ারতকারী ও উমরাহকারীর। তাই যাঁরাই এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করছেন তাঁরা সউদী আরবের বিরোধিতার নামে প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মুসলমান ও সম্মানিত হাজীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তেহরান সরকারের অস্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিশ্বের সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তাঁদের অনাস্থা পোষণ ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনেরই নামান্তর। বলা বাহুল্য, ইরানী শাসকদের হজ্জ সংক্রান্ত একগুঁয়ে মনোভাব ও অসহযোগিতামূলক কার্যকলাপ নিশ্চিত ভাবেই ঐক্য ও সংহতির জন্য ক্ষতিকর,বায়তুল্লাহ শরীফ ও ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জের জন্য অবমাননাকর এবং সম্মানিত হাজীগণের স্বস্তি ও নিরাপত্তার প্রতি প্রকাশ্য হুমকি। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য একটি মুসলিম রাষ্ট্র কিভাবে হারামাইন শরীফাইনের পবিত্রতা ক্ষুন্নকারী, হজ্জের ইবাদত সমূহ প্রতিপালনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে আগত লক্ষ লক্ষ হাজীর শান্তি ভংগকারী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে, তবে তার জবাবে নিম্নের ঘটনাবলী উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, ১৪০৬ হিজরী মুতাবেক ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের হজ্জ মওসুমে ইরান সরকার তাঁর প্রেরিত হজ্জযাত্রীদের মাধ্যমে হারামাইন শরীফাইনে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনার জন্য সউদী আরবে ৯৫ টি ব্রীফকেস পাচার করেন। প্রতিটি ব্রীফকেসের অভ্যন্তরভাগেই লুক্কায়িত ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল হেরেম শরীফ ও হজ্জের স্থানসমূহের নিরপরাধ হাজীদের জটলায় বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সে-বছরের হজ্জকে পণ্ড করে দেওয়া। জেদ্দা বিমান বন্দরে কর্মরত বিচক্ষণ সউদী কর্মকর্তাদের হাতে যদি বিস্ফোরক বহনকারী ব্রীফকেসগুলো পূর্বাহ্নেই ধরা না পড়তো তবে হারামাইন শরীফাইনে সে-বছর কী ধ্বংসলীলাই না ঘটতে পারতো, তা কল্পনা করাও দুষ্কর। নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কতো নিরীহ হাজীই যে মারাত্মক সেই বিস্ফোরকের নির্মম শিকারে পরিণত হতেন আজ তা ভাবতেও শরীর শিহরিত হয়ে উঠে।

আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে, সউদী আরব সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সুবিবেচনার সংগে সমস্যাটির মুকাবিলা করেন। হাজীদের নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নে হজ্জ

www.pathagar.com

সম্পাদন এবং ইরানী হজ্জযাত্রীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনায় রেখে সউদী আরব সরকার ঘটনাটি হজ্জ সমাপনের পূর্বে সর্বসাধারণের নিকট গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া কতিপয় ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানও সউদী কর্তৃপক্ষকে তখনকার মতো ঘটনাটি গোপন রাখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ইরানী হজ্জযাত্রীদের নিকট বোমা তৈরির বিস্ফোরক দ্রব্য ধরা পড়ার সংগে সংগেই সংবাদটি যদি সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হতো তবে হয়ত সেদিন পর্যন্ত সউদী আরবে আগত এমনকি আগমনরত ও আগমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ভীতি ছড়িয়ে পড়তো। অনেক হজ্জযাত্রীর মনে এমন ধারণাও জন্মাতে পারতো যে, সব বিস্ফোরক ধরা পড়েনি এবং পরিণামে তাঁরা নিরাপত্তাবোধহীনতার শিকার হতেন।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, ঘটনাটির কথা ঘোষণা করার পর ইরান সরকার তাৎক্ষনিকভাবে সরাসরি তাঁদের অপরাধের কথা অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে ইরানী নেতা আহমদ খোমেনী ১১/১০/১৪০৯ হিজরী মুতাবেক ১৬/৫/১৯৮৯ তারিখে 'ইত্তেলায়াত' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বাণীতে অকপটে একথা স্বীকার করেন যে, ইরান ১৪০৬/১৯৮৬ সালের হজ্জের মওসুমে সউদী আরবে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রেরণ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, ১৪০৭ হিজরী মুতাবেক ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দের হজ্জ মওসুমে ইরানীরা মক্কা মুকাররমায় বিক্ষোভ মিছিল, বিশৃংখলা, ধ্বংসলীলা, অগ্নিসংযোগ, সড়ক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি, এমনকি মসজিদে হারামের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবৈধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এ-সব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল হেরেম শরীফে ইরানীদের অবৈধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁদের সে অন্যায় প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ করে দেন।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সেদিনের পরিকল্পিত সেই সন্ত্রাসী বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের দুদিন আগে ইরানীদের মধ্য থেকেই জনৈক বিবেকবান ব্যক্তি সউদী কর্তৃপক্ষকে গোপনে জানিয়ে দেন যে, তাঁদের একটি বিরাট দল ছোরা, খঞ্জর ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সংবাদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে সউদী নিরাপত্তা কর্মীরা হারাম শরীফের

www.pathagar.com

প্রবেশ পথে তল্লাসী চালিয়ে ঢিলা পোশাক পরিহিত ইরানী হাজীদের নিকট থেকে ৩৫ হাজার ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেন। পরে এ সব অস্ত্র টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শন করা হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায়ও এগুলোর ছবি প্রকাশিত হয়।

তৃতীয়ত, ১৪০৭ হিজরীর ৭ই যিলহজ্জ মুতাবেক ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট একদল উচ্ছৃঙ্খল ইরানী যুবক তেহরানস্থ সউদী আরব দূতাবাসে সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করে। এ হামলার ফলে দূতাবাসের এ্যাটাশে সউদী নাগরিক জনাব মুসায়েদ আল-গামেদী শাহাদত বরণ করেন এবং দূতাবাসের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

চতুর্থত, ১৪০৯ হিজরী / ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের হজ্জ মওসুমে মক্কা মুকাররমায় তিনটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১৬ জন হাজীকে হতাহত করার অপরাধে অভিযুক্ত এবং সুষ্ঠু বিচারের পর সউদী শরীয়াহ আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ১৬ জন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণার আগে ও পরে ইরানের প্রচার মাধ্যমগুলো সউদী আরবের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালায়। এ অপপ্রচারে তেহরান কর্তৃপক্ষ যুক্তি, নীতিবোধ ও শালীনতার সকল সীমা লঙ্ঘন করতে একটুও দ্বিধা করেননি। মিথ্যা ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরী উক্ত প্রচারাভিযানের এক পর্যায়ে ইরানী শাসকগণ এমন অলীক দাবীও উত্থাপন করেন যে, সউদী আরব নিজেই এসব বিস্ফোরণের জন্য দায়ী। কিন্তু আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমত যে, তাঁদের এ তালহীন সুরে ধোয়া ধরতে ইসলামী বিশ্বের অন্য কেউ এগিয়ে আসেননি।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ঘটনা ঘটার সংগে সংগেই ইরান সরকার এর সাথে ইরানের সম্পর্কের কথা সরাসরি অস্বীকার করেন। অথচ সউদী আরব পবিত্র কা'বা গৃহের ইতিহাসে নজীরবিহীন ঘৃণ্য এ অপরাধের পরিকল্পনা তৈরির জন্য তখন পর্যন্ত ইরান অথবা অন্য কোন দেশকে দায়ীই করেনি। অবশ্য পরে যখন তদন্তকালে অভিযুক্ত ও ধৃত অপরাধীরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে বলেন যে, ইরান সরকারই তাঁদের এ কাজে প্ররোচিত করেছিলেন, তখন কারুরই আর প্রকৃত ঘটনা বুঝতে কিছু বাকী থাকেনা। পরে টেলিভিশনের পর্দায় অপরাধীদের স্বীকারোক্তির সচিত্র ও সবাক অনুষ্ঠান দেখে বিশ্বের লক্ষলক্ষ লোক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ অবস্থায় স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে পবিত্র আদালত চত্বরে তাঁদের এ

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তির ঘটনা এ–কথাই প্রমাণ করে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল প্রকৃত অপরাধীদের সকল গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেয়া।

সউদী আরবের ইসলামী শরীয়াহ আদালত এ মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষের বিস্তারিত শুনানি গ্রহণ করেন এবং অপরাধীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করেন। নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত, উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং শরীয়াহ আইনের আলোকে যা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে প্রাজ্ঞ বিচারকগণ সেভাবেই এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। চূড়ান্ত রায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে ১৬ জনকে ফাঁসী ও ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের জেল প্রদান করা হয় এবং ৯ জনকে বেকসুর খালাস বলে ঘোষণা প্রদান করা হয়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে, ইসলামী বিশ্বের নেতৃবৃন্দ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, উলামা–মাশায়েখ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতিতে উপরোক্ত সহিংস ও সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রতি তাঁদের উদ্বেগ ও ঘৃণা প্রকাশ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভার আয়োজন করে সেগুলোতে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করেন যে, ইরানের এসব সন্ত্রাসী তৎপরতা ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা এবং মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁরা আরও অভিমত প্রকাশ করেন যে, হারামাইন শরীফাইনের খিদমত এবং ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহে শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব ও অধিকার আল্লাহতায়ালা সউদী আরবের উপরই অর্পণ করেছেন। তাই, হাজীদের সেবা, সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং হজ্জের সময় উচ্ছৃঙ্খল ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ইসলামী মূল্যবোধের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কর্মপন্থাকেই সউদী আরব সরকার উপযুক্ত মনে করবেন তা–ই তাঁরা গ্রহণ করতে পারবেন। বরং অনুরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্ত্রাস দমন করা এবং হাজীদের জন্য হজ্জ পালনকে নিরাপদ করে দেয়া সউদী আরবের ইসলামী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

তবে সম্মানিত হাজীদের নিরাপত্তা বিধান এবং পবিত্র স্থানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার মতো মহৎ উদ্দেশ্যেও সউদী আরব সীমা লঙ্ঘনের কোন কাজকে সমর্থন করেনা। এক্ষেত্রে সউদী আরবের আদর্শ হচ্ছে আল্লাহর এ বাণী ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শন

www.pathagar.com

সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সেটা তার অন্তরে নিহিত তাকওয়ার কারণেই হয়ে থাকে। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৩২)।

আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব ও অধিকারের মর্যাদা রক্ষার প্রতি সউদী আরব যেমন সচেতন তেমনি তা প্রতিপালনে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম। এ প্রত্যয় থেকেই সউদী আরব বলতে চায় যে, ইরান সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিকল্পিত ও ব্যবহৃত কোন সন্ত্রাসই সউদী সরকারকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত সাময়িক সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত করা থেকে নিরস্ত করতে পারবেনা। ইরান ছাড়া সবকয়টি ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ সাধারণভাবে মুসলমানদের এবং বিশেষতঃ হাজীদের সার্বিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্মিলিতভাবে যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন একটিমাত্র রাষ্ট্রের শাসকদের অযৌক্তিক বিরোধিতার কারণে তা কি করে অকার্যকরী রাখা যায়? তাছাড়া হারামাইন শরীফাইনের যে সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ সাময়িক সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় তার মধ্যে সউদী আরবের নিজস্ব কোন স্বার্থ নিহিত নেই। অন্য সকল মুসলিম দেশের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে ইরানেরও উচিত ছিল এ-কারণে সউদী আরবকে ধন্যবাদ জানানো। তা না করে ইরান সরকার যখন অব্যাহতভাবে সিদ্ধান্তটির কেবল বিরোধিতাই করে যাচ্ছেন তখন এর মধ্যে তাঁদের কোন দূরভিসন্ধি নিহিত রয়েছে বলে ধারণা করলে কি তা অবাস্তব হবে?

দু'বছর পূর্বে হারামাইন শরীফাইনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ওআইসি কর্তৃক দেশ ও জনসংখ্যা ভিত্তিক হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণের সিদ্ধান্তটি গৃহীত হবার সংগে সংগেই সউদী আরব ইরান সরকারকে ইহা মেনে চলার জন্য যথারীতি অনুরোধ জানায়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সউদী আরবের দৃঢ়তার কথাও সউদী সরকার তেহরান সরকারকে জানিয়ে দেয়। সউদী সরকার তেহরান সরকারকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এ-কথাও জানিয়ে দেন যে,১৯৮৭ ও তার পূর্ববর্তী বছর গুলোতে ইরানী হাজীগণ হজ্জ মওসুমে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় যে ধরনের সহিংস ও সন্ত্রাসী সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেন এখন থেকে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন অবস্থায়ই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

কিন্তু এতদসংগে বারবার সরকারীভাবে এ ঘোষণাও প্রচার করা হয় যে, সউদী আরব ওআইসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মক্কায় ৪৫ হাজার ইরানী হাজীকে স্বাগত জানাতে

www.pathagar.com

সর্বদাই প্রস্তুত। তবে তাঁদের ইসলামের শিক্ষা ও শরীয়াহ্‌র বিধান অনুযায়ী হজ্জ পালন করার মানসিকতা নিয়ে সউদী আরবে আসতে হবে। ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জকে কোন অবস্থায়ই একটি রাজনৈতিক সমাবেশে রূপান্তরিত করা যাবেনা। কারণ, হজ্জ একটি এবাদত। আল-কুরআন ও হাদীস শরীফে হজ্জের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল ইবাদতসমূহ পালন করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, "হজ্জের মাসসমূহ সর্বজনবিদিত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে (তার জানা থাকা উচিত যে) হজ্জে কোন অশ্লীলতা, গর্হিত কাজ ও ঝগড়া-বিবাদ নেই।" (সূরা হজ্জ, আয়াত ১৯৭)।

সউদী আরব তার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের দ্বারা মক্কা-মদীনায় ইরানী হাজীদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবার কথা বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও এবং আরব, ইসলামী ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে তা পুনঃপ্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও ইরানের প্রচার মাধ্যমসমূহ অব্যাহভাবে প্রচার করতে থাকে যে, সউদী আরব ইরানী মুসলমানদের হজ্জ করতে বাধা দিচ্ছে। অথচ ইরান সরকার ভাল করেই জানেন যে, অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানানো। সউদী আরব অতীতের মতো এ-বছর এবং ভবিষ্যতেও ইরানী হজ্জযাত্রীদের সউদী আরবের মাটিতে খোশ আমদেদ জানাতে, সর্বপ্রকার সেবা প্রদান করতে এবং হজ্জ সম্পাদনে যে-কোন ধরনের সহযোগিতা করতে আগ্রহী। কিন্তু ইরান সরকার সউদী আরবের এ সদিচ্ছা, উদারতা ও আতিথেয়তাকে উপেক্ষা করে এসেছেন এবং নিজেদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে অসত্য প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছেন। এরই একটি বাস্তব ও সাম্প্রতিক উদাহরণ হল বিগত ১১ই এপ্রিল ইরানী পার্লামেন্টে এক প্রকাশ্য বৈঠকে ১৪০ জনেরও অধিক সদস্য স্বাক্ষরিত হজ্জ সংক্রান্ত একটি পত্র পাঠ ও তার উপর খোলামেলা আলোচনা।

ইরানী পার্লামেন্ট সদস্যদের উপরোক্ত পত্রের বিষয়বস্তু এবং ইরানী প্রচার মাধ্যমগুলোতে এর ফলাও প্রচার দৃষ্টে এ কথাই মনে হয় যে, বিষয়টি পুরোপুরিই পূর্বপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আর এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল বিশ্বের মুসলমানদের বিশেষতঃ ইরানী জনগণকে বিভ্রান্ত করা। পত্রটিতে সুচতুরভাবে কতগুলো অবাস্তব, অসংলগ্ন ও কল্পিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়। ১৯৮৭ সালের

www.pathagar.com

হজ্জে মক্কায় ইরানী হাজীগণ কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব সউদী আরবের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এতে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সংগে ইরানীদের কৃত সেই অপরাধের জন্য সউদী আরবকে ক্ষমা প্রার্থনা করার উপদেশও দেয়া হয়। তাছাড়া পত্রটিতে ইরান কর্তৃক হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা সংক্রান্ত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘনের ইচ্ছার কথাও পুনর্ব্যক্ত হয়।

"ইরানী পার্লামেন্ট সদস্যদের পত্রে এ–কথাও বলা হয় যে, সউদী আরবের উচিত ইমাম খোমেনীর ফতোয়া ও আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে ইরানী হাজীদের স্বাধীনভাবে হজ্জ আদায়ের সুযোগ প্রদান করা। এখানে ইরানের সম্মানিত পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রশ্ন করা যায়, কোন মানুষ কর্তৃক রচিত ও নির্দেশিত পদ্ধতিতে কি ইসলামের কোন ফরয ইবাদত করা যায়? হজ্জ তো ইসলামের একটি স্তম্ভ ও মৌলিক ইবাদত। কিভাবে ইহা পালন করতে হবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই তা বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য কোন ফরয ইবাদতই আল্লাহর ও রসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনভাবে পালন করা যায় না।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইরানী পার্লামেন্টে পঠিত ও আলোচিত উক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী ইরানের শাসকবর্গ হজ্জের ব্যাপারে খোমেনীর নির্দেশ ও উপদেশ পালনের উপর যদি সত্যিকার অর্থেই আস্থা রাখতে চান তবে তাঁদের অবগতির জন্য এখানে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত খোমেনীর নির্দেশসমূহ তুলে ধরা যায়। সূত্রটি হল সউদী আরবের হজ্জ ও আওকাফমন্ত্রী জনাব আবদুল ওয়াহাব আবদুল ওয়াসী'র নিকট ২৩/১১/১৩৯৯ তারিখে প্রেরিত সউদী আরবস্থ তৎকালীন ইরানী রাষ্ট্রদূত মুহম্মদ জাওয়াদ রেজভীর একটি পত্র। পত্রটিতে বলা হয়ঃ

"ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা খোমেনী ইরানী হাজীদের সকলের প্রতি জারীকৃত এক নির্দেশে হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহর বিধানসমূহ এবং সউদী আরবে অবস্থানকালে সউদী সরকারের আইন–কানুন মেনে চলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের তিনি মসজিদের পরিবর্তে নিজেদের বাসগৃহে জমায়াতের নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ মুসলমানদের সংগে মসজিদে গিয়ে

www.pathagar.com

পাঁচ ওয়াক্ত ও জুময়ার নামায আদায় করার জন্য তাঁদের সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছেন। হজ্জের ইবাদতসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের আহলে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের নিয়ম মেনে চলতেও নির্দেশ প্রদান করেন।"

তাছাড়া সউদী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সউদী আরবস্থ ইরান দূতাবাসের নিকট থেকে সূত্র সংখ্যা ২১২০/১/৮৭ তারিখ ১১/১১/১৪০১ হিজরী সম্বলিত আরেকটি পত্র লাভ করে। এতে বলা হয়ঃ

"যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ইরানী দূতাবাস মাননীয় মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে চায় যে, শ্রদ্ধেয় ইমাম খোমেনী ইরানী হাজীদের প্রতি প্রেরিত তাঁর নির্দেশনামায় তাঁদেরকে ইসলামী ঐক্য ও সংহতির জন্য কাজ করা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী যে-কোন ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তেমনিভাবে ইরানী হাজীদের তিনি সউদী ইমামগণের পেছনে মসজিদে ওয়াকতিয়া ও জুময়ার নামায আদায় করার নির্দেশও প্রদান করেছেন।"

ইরানী দূতাবাসের উপরোল্লেখিত পত্রদ্বয়ের মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট। পত্র দুটিতে অত্যন্ত সহজ ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ইরানের পরলোকগত ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর হজ্জ সম্পর্কিত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগী তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ১৯৮৭ ও তৎপূর্ববর্তী বছর গুলোর হজ্জে ইরানী হাজীদের আচরণে কি এ বিশ্বাসের কোন প্রতিফলন দৃষ্ট হয়? ইরানী বিপ্লব ও ইরানীদের ধর্মীয় নেতা স্বয়ং আয়াতুল্লাহ খোমেনী যেখানে জীবদ্দশায় হজ্জপালনের সময় ইসলামী বিধান ও সউদী আরবের আইন মেনে চলতে আগ্রহী ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অনুসারীদের জন্য এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ রেখে গেছেন সেখানে ইরানের বর্তমান শাসকদের তাতে কোন আপত্তিই থাকতে পারেনা। বলা বাহুল্য হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সিদ্ধান্ত এবং হজ্জ পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে সউদী আরবের বক্তব্য কোনটিই আয়াতুল্লাহ খোমেনীর উপরোল্লেখিত দৃষ্টিভংগির সংগে বিরোধপূর্ণ নয়।

www.pathagar.com

ইরান সরকার যতশীঘ্র এ সত্যটি উপলব্ধি করবেন সমস্যার সমাধান ততই ত্বরান্বিত হবে। আল্লাহতায়ালা সবাইকে সব ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।